

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা

আজ থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে প্রায় ১১ লাখ ৮৪ হাজার ছাত্রছাত্রী। বিশ্বে অন্তত ৭৫টির মতো দেশ রয়েছে, যার প্রতিটিতে লোকসংখ্যা ১২ লাখ বা তার চেয়ে কম। বাংলাদেশ জনবহুল, সঙ্গত কারণেই পরীক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হবে। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও আমাদের জন্য গৌরবের যে, দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। এ বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তারা মাধ্যমিক বা এসএসসি পাস করেছিল ২০১৫ সালে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল প্রায় ১২ লাখ ৮৩ হাজার ছাত্রছাত্রী। বলা যায়, তাদের মধ্য থেকে এক লাখের মতো শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে শিক্ষাগ্রহণ করেনি। তাদের একদল হয়তো কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে, আরেক দল কোনো না কোনো কারণে শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখতে পারেনি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরও সকলে পরবর্তী শিক্ষা ধাপ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা সমপর্যায়ে শিক্ষা নেবে না। তবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সর্বকলকে মনে রাখতে হবে যে, ঝরে পড়া তরুণ-তরুণীরা যেন কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। যে কোনো দেশেই আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য শ্রমের বাজার যথেষ্ট বিকশিত নয়। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষভাবে শিল্প ও সেবা খাতের বিকাশের প্রতি সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষার মান বাড়ানোর বিষয়টিও বহুল আলোচিত। এ জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়নের প্রতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাও উন্নতি চাই। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে— এটাই বাস্তব। এ জন্য দায়ীদের কঠোর দণ্ড প্রদানের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, কথার সঙ্গে বাস্তবতার মিল হচ্ছে না। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্র যেন ফাঁস না হয়, সেটা নিশ্চিত হোক— এটাই কামা। পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের শুভকামনা।

ক্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	